দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 6 FEB 2009
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ২০০৮ উচ্চশিক্ষা প্রসারের স্বার্থে প্রত্যাহার করা হোক

আবুল কাসেম হায়দার

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ-২০০৮ শিক্ষাখাতে নতুন আতঙ্ক। দেশের ৫৩টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্বে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এসোসিয়েশন– এসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ অব বাংলাদেশ এর পক্ষ থেকে উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ-২০০৮ অনুমোদিত হওয়ায় বিশেষভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করে এই অধ্যাদেশ প্রত্যাখ্যান করেছে। আমাদের পক্ষ থেকে বলতে চাই অধ্যাদেশটি জাতীয় সংসদ কর্তৃক সম্মতি পেলে দেশের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ভীষণ এক অচলাবস্থা সৃষ্টি হবে। এই আশঙ্কা করে এই অধ্যাদেশ স্থগিতকরণ ও চলমান ১৯৯২ ও ১৯৯৮-এর আইন চালু রাখার জন্য জোর দাবী উপস্থাপন করেছে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি।

নির্বাচনের মাধ্যমে অতিসত্বর দেশে একটি সংসদ আইন প্রণয়নের জন্য সমাসীন হওয়া পূর্বমুহূর্তে মহামান্য প্রেসিডেন্ট উচ্চশিক্ষা বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাদেশ জারি করা নানা কারণে যুক্তিসঙ্গত নয় বিধায় এই অধ্যাদেশে সম্মতি না দেয়ার জন্য জাতীয় সংবাদপত্রের মাধ্যমে মহামান্য প্রেসিডেন্টকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করেছে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি।

জাতীয় এই ক্রান্তিলগ্নে সারাদেশব্যাপী সকল স্তরের আপামর জনগণ যখন নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী ভোট প্রদান করে দেশের বুকে একটি নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে, এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ সময়ে গণতান্ত্রিক সরকারের আগমনের পূর্বমুহূর্তে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ-২০০৮ জারীর প্রয়াস কোন মতেই উচ্চশিক্ষার স্বার্থে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাই এই অধ্যাদেশ জারীর বিষয়টি অবিলম্বে স্থগিত করা অপরিহার্য মনে করে আমরা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এই সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রদান করছি। সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই প্রত্যাখ্যানের প্রধান কারণগুলো নিম্নরূপ :

১। বাংলাদেশের দুই দুইটি জাতীয় সংসদে বহুল আলোচনার মাধ্যমে দুইটি আলাদা সরকার কর্তৃক প্রণীত আইন দু'টি নির্বাচনের প্রাক্কালে অধ্যাদেশের মাধ্যমে রহিত করার কোন যৌক্তিক ভিত্তি নেই।

২। দেশে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে এমন কোন জরুরী অবস্থা বিরাজ করছে না যে, মাত্র ৫ দিনের মাথায় নির্বাচিত জাতীয় সংসদকে পাশ কাটিয়ে অধ্যাদেশের মাধ্যমে প্রচলিত আইন বাতিল করা প্রয়োজন। বিএনপি সরকারের আমলে ১৯৯২ সালে আইনটি গৃহীত হয় এবং আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৯৯৮-এ আইনটি প্রণীত হয়। এই দুটি প্রধান দলই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে এবং তাদেরকে নিয়েই জাতীয় সংসদ গঠিত হবে। এ অবস্থায় প্রয়োজন হলে আইন সংশোধনের বিষয় জাতীয় সংসদের মাধ্যমে হওয়াই গণতান্ত্রিক ধারার প্রতিফলন ও জনকল্যাণমূলক হবে।

৩। যেসব বিষয়ে মিডিয়া, সরকার ও বিমক, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপক সমালোচনা করেছে, সেসব বিষয় এই অধ্যাদেশে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা কোন মঙ্গল বয়ে আনবে না।

৪। এ অধ্যাদেশের মাধ্যমে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-নীতির ধাঁচে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলার প্রচেষ্টা হচ্ছে। কোন কোন ধারা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারের এমপিওভুক্ত বেসরকারী কলেজের পর্যায়ে নামিয়ে ফেলেছে বলে প্রতীয়মান হবে। এ ধরনের অধ্যাদেশ দেশে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করবে।

৫। অধ্যাদেশে এমন কিছু ধারা প্রবর্তন করা হয়েছে, যা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মৌলিক কাঠামো বদলে দেবে এবং এগুলোকে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের চাইতেও বেশীমাত্রায় সরকার, বিমক ও অধ্যাদেশে বর্ণিত অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের অধীনস্থ করে ফেলবে। এর ফলে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল ধারণাই বিনষ্ট হয়ে যাবে।

৬। প্রচলিত আইনের মাধ্যমেই বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে প্রচুর অবদান রেখেছে যেমন– শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, যুগোপযোগী শিক্ষা, গ্রাজুয়েটদের কর্মসংস্থান, শিক্ষায় শৃঙ্খলা, বিশ্বায়ন মঞ্চে যোগ, আইসিটি সম্প্রসারণ, নতুন ডিগ্রী প্রোগ্রাম চালু ও সেশনজট পরিহার ইত্যাদি। এই নিরিখে দেখা যায়, যে যুক্তির ভিত্তির উপর নির্ভর করে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হয়েছে তা তথ্যভিত্তিক নয় এবং বাস্তবতার ধোপে টেকে না। অতএব, এই অধ্যাদেশ একটি কল্পিত অবস্থাকে প্রতিহত করার জন্য প্রণীত এবং বস্তুনির্ভর নয়। যে বিষয় তথ্যভিত্তিক নয় এবং একই সাথে তার তাত্ত্বিক ভিত্তি দুর্বল তা জারী না করা উচ্চশিক্ষা ও জাতীয় স্বার্থে মঙ্গলজনক হবে।

৭। ১৯৯২-এর আইনের মূল আইনে সিন্ডিকেট, পরিচালনা পরিষদ, রিজেন্সি কাউন্সিল বা ট্রাস্টি বোর্ড একই কর্তৃপক্ষ এবং এই অধ্যাদেশে একটি ৫৪ ধারার মাধ্যমে এই কর্তৃপক্ষকে কৃত্রিমভাবে বিভাজন করে সংকট সৃষ্টি করা হয়েছে। এই বিভাজিত অংশে নিয়ন্ত্রণকারী ও তদারকির দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও সরকার ও বিমকের সরাসরি অংশ নেয়ার ব্যবস্থা আছে। এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যবস্থা। অনুরূপভাবে বোর্ড অব ট্রাস্টিজ নামে একটি নতুন কর্তৃপক্ষ গঠনের মাধ্যমে সরকার বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেছে। এগুলো বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের গতিশীলতাকে নষ্ট করবে এবং সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে উচ্চশিক্ষার অগ্রযাত্রার পথ রুদ্ধ করবে।

৮। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন কোন মেডিকেল অনুষদ চালু করতে হলে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে তার কোন যৌক্তিক কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবা খাত এমন স্তরে এখনও পৌঁছেনি যে, এসব বিষয়ে আর পাঠদানের প্রয়োজন নেই। উচ্চশিক্ষা বিস্তারমূলক কোন আইনে জ্ঞানের কোন ক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতা থাকা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, জ্ঞানচর্চার পরিপন্থী এবং অবশ্যই অপরিহার্য।

৯। বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম কমিটির ক্ষমতা খর্বের মাধ্যমে শুধু নিয়ন্ত্রণ নয় বরঞ্চ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কর আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিমক-এর কর আরোপ করার ক্ষমতা আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা দরকার। একদিকে কোন মঞ্জুরী দেয়া হচ্ছে না, অন্যদিকে কর আদায় করা হবে, এমন টাকা করে প্রতি কোর্সের জন্য ফি আদায়ের একটি কৌশলগত ব্যবস্থা। সরকারী অর্থে পরিচালিত বিমক কোন যুক্তিতে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কর আদায় করবে। যার কোন যৌক্তিক কারণ নেই।

১০। অধ্যাদেশে প্রস্তাবিত অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল একটি রহস্যাবৃত কাউন্সিল। সরকার এই কাউন্সিল গঠন করবে কিন্তু কারা এই কাউন্সিল পরিচালনা করবে বা করে, কারা এর কর্মকর্তা হবে সেটা উহ্য রাখা হয়েছে। এটি একটি নতুন নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা যাতে সদস্যপদ নেয়া প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বাধ্যতামূলক হবে এবং সমস্ত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রোগ্রাম এই কাউন্সিল দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে। সরকার গঠিত দু'টি সংস্থা দ্বারা একই বিষয় অনুমোদন শুধুমাত্র আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বাড়াবে এবং নিয়ন্ত্রণের আর একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

যে অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল দেশের সরকারী বা বেসরকারী কোন ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ই কল্যাণধর্মী মনে করে না, সেই কাজটি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে। নিয়ন্ত্রণের বেড়াজালে সব বিশ্ববিদ্যালয় যদি স্থবির হয়ে পড়ে তবে কিসের উৎকর্ষতার জন্য এই কাজে হাত দেয়া হচ্ছে এটা উল্লেখ নেই। অন্যদিকে, ব্যবস্থাটি বৈষম্যমূলক, কারণ দেশের সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়। একই সাথে এর সংগঠনও অযৌক্তিক।

১১। অধ্যাদেশে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের কোর্স পরিচালনা বা ক্যাম্পাস স্থাপনের জন্য বিশেষ ছাড়ের সুবিধার জন্য একটি ধারা প্রস্তাব করা হয়েছে যা ১৯৯৮ আইনের ২ (ছ)তে সুস্পষ্টভাবে নিষ্পত্তি করা আছে। এটা একটা বৈষম্যমূলক অবস্থা সৃষ্টির হাতিয়ার যা পরিহার করা উচিত। এদেশের কোন সন্তান যদি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে তার জন্য এক ব্যবস্থা হবে, আর বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের এজেন্ট যদি দেশের সম্পদ নিয়ে যেতে চায় তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হবে এ ধরনের বৈষম্য ও অন্যায় কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বিধি দ্বারা নির্ধারণের অর্থ হলো বিশেষ ব্যবস্থায় বিদেশীর স্বার্থ সংরক্ষণ কারণ ১৯৯৮ আইনে এই সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া আছে।

১২। অধ্যাদেশে সরকার দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার ব্যবস্থা বর্তমানে চালু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অস্থিতিশীল অবস্থার মধ্যে ফেলে দেবে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করার প্রক্রিয়া অবশ্যই ১৯৯২ আইনের মূল ধারার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। এই নিবর্তনমূলক ধারা অবশ্যই অপরিহার্য।

১৩। অধ্যাদেশে রহিতকরণ ও হেফাজত-এর ধারায় ১৯৯২ (সংশোধিত ১৯৯৮)-এর আইনে স্থাপিত বর্তমানে চালু বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ধারাবাহিকতা, স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা বিনষ্ট করা হবে এবং অধ্যাদেশটিকে retrospectively প্রয়োগের বিধান করা হয়েছে, যা মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী।

১৪। অধ্যাদেশে অন্তর্ভুক্ত সাময়িকভাবে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ধারণাটি একটি নতুন ও অযৌক্তিক উদ্ভাবন। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সাময়িকভাবে স্থাপনের ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক সকলের জন্য একটি অনিশ্চয়তা বহন করে আনবে যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্বের নিশ্চিত ব্যবস্থা তার সার্বভৌমত্ব ও চিন্তা-চেতনার স্বাধীনতার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নিয়ন্ত্রণের সুবিধার জন্য স্থায়িত্বকে সীমিত করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

১৫। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উৎকর্ষতা আরো উচ্চমাত্রায় উন্নীতকরণের জন্য বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এসোসিয়েশন এরই মধ্যে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে, এই বিষয়ে দু'টি রাউন্ড টেবিল করা হয়েছে এবং গত বছরের নভেম্বর মাসের ১০ তারিখে সিদ্ধান্ত হয় যে, এ ব্যাপারে একটি কনভেনশন ডাকা হবে।

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ অব বাংলাদেশ অধ্যাদেশ প্রত্যাখ্যান করছে এবং জাতীয় সংসদ সদস্যবৃন্দের কাছে অধ্যাদেশে সম্মতি না দেয়ার জন্য আবেদন রাখছে। একই সাথে সমিতি মনে করে যে, মূল আইনের কোন পরিমার্জনা খুব শীঘ্রই গঠিত গণতান্ত্রিক সরকার ও জাতীয় সংসদের এখতিয়ারভুক্ত হওয়া উচিত। প্রচলিত আইন রহিত হলে একটি হ-য-ব-র-ল অবস্থার সৃষ্টি হবে যা উচ্চশিক্ষা তথা জাতীয় স্বার্থে পরিহার করা সর্বমহলের জন্য কাম্য।

❑ লেখক : সাবেক সহ-সভাপতি, এফবিসিসিআই ও